প্রতি কৃপাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে এবং নিজের প্রতি দ্বেষকারীজনে উপেক্ষাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু উত্তম ভাগবতের মত সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের অথবা ভগবদ্বিষয়ক প্রেমের স্ফূর্তি হয় না বলিয়া ইনি মধ্যম ভাগবত। উত্তম ভাগবতও ভগবদ্ভক্তজন দর্শনে ভগবৎস্ফূর্ত্তিজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। অতএব, সেই ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি উত্তম ভাগবতের যে বন্ধুভাব উপস্থিত হয়, তাহা নিষেধ করা হয় নাই। অর্থাৎ উত্তম ভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্টি থাকিলেও ভগবদ্ভক্তজনে বন্ধুভাবও বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবের সত্তা স্ফূর্ত্তির আবশ্যকতা বিধান করা হইয়াছে অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই উত্তম ভাগবতের ভগবৎস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে না। পরন্তু উত্তম ভাগবতেরও মধ্যে একপ্রকার ভক্তজনে বন্ধুভাব পরিদৃষ্ট হয়। এখানে একটু বুঝিবার বিষয় এই যে—উত্তম ভাগবতের তিনটি অবস্থা—যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ উত্তম ভাগবতের মধ্যে উত্তম; নির্দ্ধূতকষায় উত্তম ভাগবতের মধ্যে মধ্যম, মূর্চ্ছিতকষায় উত্তম ভাগবতের মধ্যে কনিষ্ঠ। শ্রীমহাদেব নিখিল ভাগবত-গণের মুকুটমণি বলিয়া তাহাকে পরম ভাগবতের মধ্যে উত্তমরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৪।২৪।৫৭ শ্লোকে রুদ্রগীতে বর্ণন করিয়াছেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

হে প্রভু! যাহার তোমাতে গাঢ় আসক্তি আছে, তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গের সহিত স্বর্গীয় সুখ এবং মোক্ষসুখ তুলনা করিবার সম্ভাবনা করা যায় না। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরসিক ভক্তের ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গে যে গভীর-তর আস্বাদন লাভ করিতে পারা যায়, স্বর্গীয় ভোগ-বিলাসে কিংবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভবে সেই জাতীয় এবং সেই পরিমাণে আস্বাদনের গাঢ়তা লাভ করিতে পারা যায় না। যখন স্বর্গীয়সুখ এবং মোক্ষসুখেরই ভক্তসঙ্গ-সুখের সহিত তুলনা হইতে পারে না, তাহা হইলে মৃত্যুশীল মানবগণের অন্য রাজ্যাদি সুখের সহিত যে তুলনা চলে না—তাহার আর কথা কি? আবার দশ প্রচেতাগণের নিকটে শ্রীরুদ্রই বলিয়াছেন—

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥

হে প্রচেতাগণ! ভগবান্ আমার যেমন প্রিয়, ভক্তিরসিক ভক্ত তোমরাও সেইপ্রকার প্রিয়। আবার ভক্তিরসিক ভক্তগণেরও আমা ভিন্ন অধিক প্রিয় কেহ নাই। এই প্রমাণে উত্তম ভাগবতগণেরও যে